দ্বাদশ অধ্যায়

মানবসম্পদ উন্নয়ন

বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব নতুন মাত্রা লাভ করেছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়নও সরকারের উন্নয়ন এজেন্ডার মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে সরকার আর্থ-সামাজিক খাতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট বাজেটের প্রায় ২২.৩১ শতাংশ মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমূহ যেমন-শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, নারী ও শিশু, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যয় করেছে। শিক্ষার সকল স্তরে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি ও শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে এর আলোকে বহুবিধ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, উপবৃত্তি ও ছাত্র-শিক্ষক সংযোগ ঘণ্টা বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে সরকারের নেয়া অগ্রাধিকারভিত্তিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই এ সংক্রান্ত অভীষ্ট অর্জন করা সম্ভব হবে। গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাতক শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, কর্মসূচি ও অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দুঃস্থ, সুবিধাবঞ্চিত, অবহেলিত, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও এতিম জনগোষ্ঠীর কল্যাণে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। উপরন্তু, সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আর্থিক খাতে সংস্কার, দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমসহ বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা আবশ্যক। বর্তমানে বাংলাদেশে বিপুল সংখ্যক কর্মক্ষম মানুষ রয়েছে। এ বিপুল কর্মক্ষম মানবসম্পদকে কাজে লাগিয়ে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড আহরণে বাংলাদেশ বেশ সুসংহত অবস্থানে রয়েছে। বিবিএস পরিচালিত সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৩ অনুযায়ী ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম শ্রমশক্তি ৭.৩ কোটি। বিপুল কর্মক্ষম এই জনসম্পদকে কাজে লাগিয়ে জনভিত্তিক লভ্যাংশ আহরণে বাংলাদেশ সরকার নানা উন্নয়নমুখী কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। এ প্রেক্ষাপটে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচির দ্বারা সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। 'Human Development Report-2023/24' অনুযায়ী ২০২২ সালে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১২৯ তম। মানব উন্নয়ন সূচকের হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহের মধ্যে শ্রীলংকা (৭৮), মালদ্বীপ (৮৭) ও ভূটান (১২৫) বাংলাদেশের উপরে এবং ভারত (১৩৪), নেপাল (১৪৬), মায়ানমার (১৪৪), পাকিস্তান (১৬৪) এবং আফগানিস্তান (১৮২) বাংলাদেশের নীচে অবস্থান করছে। বিগত কয়েক বছর থেকে মানব উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট খাতসমূহে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানের চিত্র সারণি ১২.১ -এ দেয়া হলো:

সারণি ১২.১: মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ

বৎসর	২০০০	২০১০	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২
সূচকের মান	০.৪৮৫	০.৫৫৩	০.৬০২	০.৬১২	০.৬২২	০.৬৩৫	০.৬৪৪	০.৬৫৫	০.৬৬১	০.৬৭০

উৎস: Human Development Report 2023/2024, UNDP

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক খাতে বরাদ্দ

মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্যখাতসহ সামাজিক খাতসমূহে অধিক বিনিয়োগ অপরিহার্য। এ কারণেই সরকার মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমূহের যথা: শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ, নারী ও শিশু, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান খাতের বাজেট বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করছে। বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে স্বাস্থ্য খাতের অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ, সামাজিক নিরাপত্তা বলয় বৃদ্ধি, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উপর।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে জড়িত এসব খাতসমূহে মোট বাজেটের প্রায় ২২.৩১ শতাংশ বরাদ্দ প্রদান

করা হয়েছে, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছিল ২৩.৮৮ শতাংশ। মানবসম্পদ উন্নয়নের মূল ভিত্তি হিসেবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতকে বিবেচনা করা হয়। ফলশ্রুতিতে জাতীয় বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাত উন্নয়নে সরকার প্রতিবছর পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান করছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ দুই খাতে মোট ১,২৬,২১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যা মোট বাজেটের ১৬.৫৭ শতাংশ। এর ফলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে বাস্তবসম্মত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। ফলশ্রুতিতে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে লিঙ্গা বৈষম্য বিলোপ করে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সংখ্যাসাম্য অর্জন সম্ভবপর হয়েছে। এছাড়া, প্রজনন হার হ্রাস, শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাস, যক্ষ্মা ও এইডস এর বিস্তার রোধ, গড় আয়ু বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে। ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নয়নও মানবসম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম। ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত সামাজিক খাতে পরিচালন এবং উন্নয়ন বাজেট-এর সমন্বিত বরাদ্দ ও বরাদ্দের গতিধারা যথাক্রমে সারণি ১২.২ ও লেখচিত্র ১২.১-এ দেখানো হলো।

সারণি ১২.২: মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের (পরিচালন ও উন্নয়ন) বিবরণ

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	২১৫৬১	২৮২৭২	৩৩৪৯৯	৩৪৩৭০	৫২৯১৪	৬৫৪৪৪	৬৭৯৩৫	৭৯৪৮৮	৮৫৭৬২	৯৪৮৭৭	৯৯৯৭৮	১০৪১৩৭
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	৯১৩০	৯৯৫৫	১১৫৩৭	১২৬৯৫	১৭৪৮৬	২০৬৫২	২৩৩৮৩	২৫৭৩৩	২৯২৪৭	৩২৭৩১	৩৬৮৬৩	৩৮০৫২
যুব ও ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি	৯৭৬	১০৬১	১০৬৮	১১৯৯	১৩৪৩	১৮০৩	২০০৮	২০৬৩	২০৫৭	১৭০৯	১৯১৯	২০০৮
শ্রম ও কর্মসংস্থান	১৩৪	১৯২	২২৬	৩০২	৩০৮	২৬২	২২৭	৩১৩	৩৫০	৩৬৫	৩৫৭	৩৪৭
সমাজ কল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	৪০৯১	৪৭৩০	৫৯৬২	৭৬১৩	৯৪৩৩	১১৩৯৪	১৩৩৪৩	১৫০৮৩	১৬২৮৫	১৯৬৫৮	২১৪৭৪	২৪২১৪
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক	৫৮৩	৬৩৩	৬৮৪	৭৭৯	৮৪০	১১৫০	১৩০৯	১১৯৪	১২৩৫	১১৮২	১৩৩৮	১২০৫
মোট বরাদ্দ (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**৩৬৪৭৫**	**৪৪৮৪৩**	**৫২৯৭৬**	**৫৬৯৫৮**	**৮২৩২৪**	**১০০৭০৫**	**১০৮২০৫**	**১২৩৮৭৪**	**১৩৪৯৩৬**	**১৫০৫২২**	**১৬১৯২৯**	**১৬৯৯৬৩**

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। (*তথ্যসমূহ মূল বাজেটভিত্তিক)

লেখচিত্র ১২.১: মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের গতিধারা

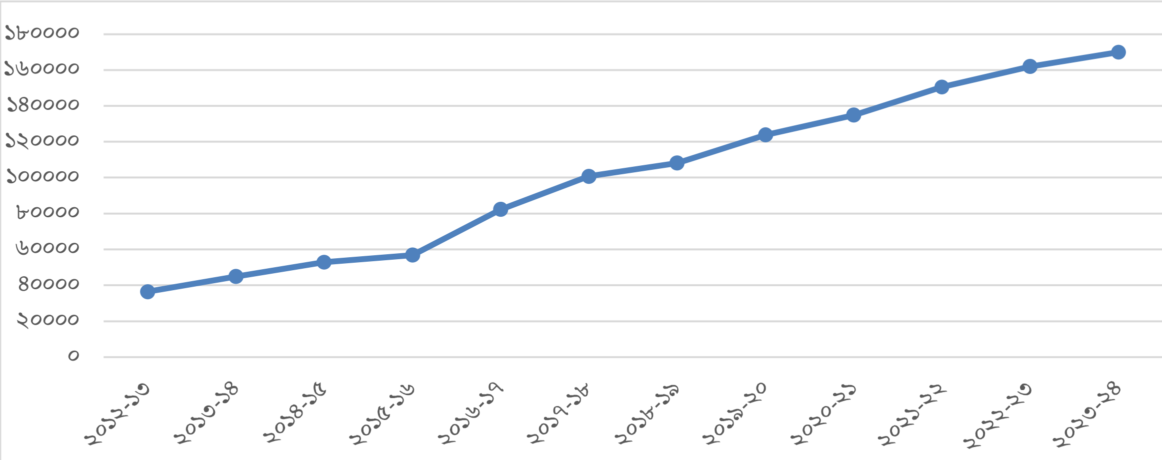

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা

সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণার্থে বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭তম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আছে। এ প্রেক্ষাপটে সরকার প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করে এ খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দিয়ে আসছে। এছাড়া, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) এর ৪নং লক্ষ্যমাত্রায় 'সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি'র কথা বলা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রার আলোকে ২০৩০ সালের মধ্যে সকল শিশুর জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪৯,৫৩৯টি। ২০২৩ সালের তথ্য অনুযায়ী এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১,১৪,৬৩০টি (বিভিন্ন এনজিও স্কুল, শিশু কল্যাণ ও মাদ্রাসা/মসজিদভিত্তিক কেন্দ্র/কওমি মাদ্রাসাসহ)। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান, ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি, শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা জোরদার করা হয়েছে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ২০১৪-২০২৩ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রাথমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার সারণি ১২.৩ এ দেওয়া হলোঃ

সারণি ১২.৩: প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি

(লক্ষ)

বছর	মোট	ছাত্র (শতাংশ)	ছাত্রী (শতাংশ)	নীট ভর্তির হার (শতাংশ)
২০১৪	১৯৫.৫৩	৯৬.৩৯	৯৯.১৪	৯৭.৭
২০১৫	১৯০.৬৮	৯৩.৬৯	৯৬.৯৯	৯৭.৯
২০১৬	১৮৬.০৩	৯২.২৮	৯৬.৭৫	৯৭.৯৬
২০১৭	১৭২.৫১	৮৫.০৪	৮৭.৪৭	৯৭.৯৭
২০১৮	১৭৩.৩৮	৮৫.৩৯	৮৭.৯৯	৯৭.৮৫

বছর	মোট	ছাত্র (শতাংশ)	ছাত্রী (শতাংশ)	নীট ভর্তির হার (শতাংশ)
২০১৯	২০১.২২	৯৯.৬৯	১০১.৫৩	৯৭.৩৪
২০২০	২১৫.৫১	১০৫.৬০	১০৯.৯১	৯৭.৮১
২০২১	২০১.০১	১০১.৪২	৯৯.৫৯	৯৭.৪২
২০২২	২০৫.৪৬	১০০.২৫	১০৫.২১	৯৭.৫৬
২০২৩	১৯৭.১৪	৯৬.০৯	১০১.০৪	৯৭.৭৬

উৎস: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। (প্রাক-প্রাথমিকসহ)

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত নয় এমন শিশুদের (যারা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়েছে বা কখনোই ভর্তি হয়নি) প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করার জন্য 'আউট অব স্কুল চিলড্রেন' প্রকল্পটি চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (PEDP4) এর আওতায় জুলাই ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পে মোট ৮,০২,৫৩৬ জন ৮ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে, যার মধ্যে ২,৪৬,৪৯৬ জন শিক্ষার্থী পুনরায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফিরে গেছে। বাস্তবসম্মত বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ঝরে পড়ার হার ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। ২০১৪ থেকে ২০২৩ সময়কালে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের তথ্য সারণি ১২.৪-এ দেখানো হলো:

সারণি ১২.৪: বছরওয়ারি ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার হার

বছর	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩
মোট ঝরে পড়ার হার (শতাংশ)	২০.৯	২০.৪	১৯.২	১৮.৮	১৮.৬	১৭.৯	১৭.২	১৪.১৫	১৩.৯৫	১৩.১৫

উৎস: বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় আদমশুমারি-২০২৩ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতে সাম্প্রতিককালে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- প্রতি বছর বছরের প্রথম দিন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। ২০২৪ শিক্ষাবর্ষে মোট ৯,৩৮,০৩,৬০৬ কপি নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে।
- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট ১.১৬ কোটি শিক্ষার্থীদের মা/অভিভাবকদের নিকট মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- মোট ৭৪,৬০৬ জন শিক্ষককে ১৮ মাসব্যাপী ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন (ডিপ-ইন-এড) প্রশিক্ষণ এবং ১,৬৪০ জন শিক্ষককে এক বছরের সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৮,৬০২ জন শিক্ষককে দশ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এছাড়া, ৬,৭১১ জন শিক্ষকের বেসিক ট্রেনিং (বিটিপিটি) চলমান রয়েছে।
- ২০১৬ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত ১৮,৩৯৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (GPS) ৮০,১৯১টি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ, ৫০,৩৮৮টি ওয়াশ ব্লক এবং ২৬,৫৭৮টি নলকূপ নির্মাণ/স্থাপন করা হয়েছে। আরও ৩১,৩০৯টি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।
- দৃষ্টিনন্দন প্রকল্পের আওতায়, ঢাকা শহর ও পূর্বাচলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন এবং অবকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর অধীনে ৩৪২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করা হবে এবং ১৪টি নতুন বিদ্যালয় (উত্তরায় ৩টি এবং পূর্বাচলে ১১টি) ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা

শিক্ষা মন্ত্রণালয় "সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা" নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির মধ্যে রয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা নীতি প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা, গবেষণা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার মানন্নোয়ন এবং মাধ্যমিক স্তরের

পাঠ্যক্রম উন্নয়ন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ, শিক্ষা অবকাঠামো উন্নয়ন, দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ এবং উপবৃত্তি ও বৃত্তি প্রদানের উপর গুরুত্বারোপ করছে। এছাড়া, অন্যান্য উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে শ্রেণিকক্ষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT) ব্যবহার বৃদ্ধি, ব্রডব্যান্ড সংযোগের উন্নয়ন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করা। এ সমস্ত পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য হচ্ছে একটি ন্যায়সঙ্গত, উদ্ভাবনী এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- মোট ২১.৩৯ লক্ষ কপি পাঠ্যপুস্তক প্রায় ১ কোটি ৬৭ লক্ষ জন শিক্ষার্থীর মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে এমপিও-ভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নির্দেশিকা-২০২৩ জারি করা হয়েছে। চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত ১৬টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG) ৪ অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (NTRCA) প্রায় ১.১৩ লক্ষ জন নিবন্ধিত প্রার্থীকে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করেছে। এছাড়াও, ২০২৪ সালের ১১ জুন ২২,০৩৩ জন প্রার্থীকে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি ও ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের শূন্যপদ পূরণের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত করা হয়েছে।
- ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে হাঙ্গেরি সরকারের " Stipendium Hungaricum Scholarship Programme "-এর আওতায় ৯২ জন শিক্ষার্থী বৃত্তি লাভ করেছেন। ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য চীনের সরকারী বৃত্তি কর্মসূচিতে ১৬৫ জন প্রার্থী মনোনীত হয়েছেন। জাপানের সরকারী বৃত্তি (MEXT - শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়) কর্মসূচির আওতায় ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক, মাস্টার্স এবং পিএইচডি পর্যায়ের জন্য ৮৪ জন প্রার্থী মনোনীত হয়েছেন।
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (DSHE) অনলাইন ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (EFT) পদ্ধতির মাধ্যমে G2P সিস্টেম ব্যবহার করে বিভিন্ন শ্রেণি, প্রতিষ্ঠান ও সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে মোট ৬৫.৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাজস্ব খাত থেকে ঘোষিত বৃত্তি এবং অন্যান্য বৃত্তি তহবিলের অর্থ সঠিক ব্যাংক তথ্যসহ ২,৭০,২৩৯ জন শিক্ষার্থীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রেরণ করা হয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন

একটি সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ গঠনের জন্য প্রয়োজন মানসম্মত, সবার জন্য উন্মুক্ত এবং অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা, যা শুধুমাত্র উন্নত ও আধুনিক শিক্ষা অবকাঠামোর মাধ্যমে সম্ভব। এই লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ২১,৩৫৩টি ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ। এছাড়া, বর্তমানে ৯,০২৯টি ভবন নির্মাণাধীন রয়েছে। ঢাকা মহানগরীতে ১১টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে সেগুলোর শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সরকারি/বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মোট ৫০,১৯৯টি মেরামত ও সংস্কার কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে যার মধ্যে ৩৮,৮৮০টির কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কারিগরি প্রতিষ্ঠান এবং কলেজ পর্যায়ের মাদ্রাসায় আধুনিক কম্পিউটার/আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি আইসিটি ভবন, লার্নিং সেন্টার এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ করা হয়েছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

২০২৪ শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশে আইসিটি-শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মোট ৩,৯২৭টি মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (DSHE) MMC অ্যাপসের মাধ্যমে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছে এবং এ অর্থবছরে সারা দেশে মাল্টিমিডিয়া পদ্ধতিতে ৬,৭৮,২১৬টি শ্রেণি পরিচালিত হয়েছে। এছাড়াও, মহানগর এলাকায় এবং জেলা সদরগুলোর ৬৫৮টি সরকারি ও ৩,১৮৮টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১ম থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের ভর্তি প্রক্রিয়া অনলাইন ডিজিটাল লটারি ব্যবস্থার মাধ্যমে সহজতর করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি প্রদান

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মাধ্যমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের প্রায় ৬০ লাখ মেধাবী দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায় ২,০০০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। উপবৃত্তি এবং পাঠদান ফি

EFTN এর মাধ্যমে মোবাইল ব্যাংকিং এবং অনলাইন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বিতরণ করা হয়েছে, যা রাজস্ব বাজেটে iBAS++ প্রযুক্তি দ্বারা G2P পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে।

শিক্ষার্থীদের মাঝে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ

২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, ইবতেদাই, দাখিল, এসএসসি (কারিগরি), দাখিল (কারিগরি) এবং সাধারণ, কারিগরি এবং মাদ্রাসা শিক্ষা ধারায় বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে মোট ২১,৩৯,৫৯,৩০৫ কপি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। শিক্ষার মান উন্নত করার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

কারিগরি শিক্ষা

প্রচলিত ও গতানুগতিক শিক্ষাধারা থেকে বেরিয়ে এসে আধুনিক কর্ম ও বিশ্বের শ্রমশক্তির চাহিদা পূরণ করাই দেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। দেশের বিপুল সম্ভাবনাময় জনগোষ্ঠীকে দক্ষ শ্রমশক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রশিক্ষণ (TVET) উন্নয়নের জন্য বেশ কয়েকটি নীতি গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে TVET উন্নয়ন কর্মপরিকিল্পনা-২০২০, বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক (BNQF), TVET-এর জন্য সেক্টর পারফরম্যান্স মনিটরিং ফ্রেমওয়ার্ক (SPMF) এবং রিসার্চ পলিসি-২০২২ (সংশোধিত)। বর্তমানে TVET-এ শিক্ষার্থীদের ভর্তি হার ১৮.১৭ শতাংশ, যার মধ্যে নারী শিক্ষার্থীর হার ২৬.৭৮ শতাংশ। কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়াতে এবং মেধাবী কিন্তু আর্থিকভাবে অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের সহায়তা করতে, সরকারি ও বেসরকারি TVET প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (BTEB) কর্তৃক অনুমোদিত ১১,১১৮টি TVET প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যার মধ্যে DTE-এর অধীনে ২০৫টি প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ৫০টি পলিটেকনিক, ১৪৯টি কারিগরি স্কুল ও কলেজ (TSC) এবং ২টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট।

TVET আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে DTE-এর অধীনে বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে বিদ্যমান ৬৪টি TSC-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি, ১০০টি উপজেলায় ১০০টি নতুন TSC এবং বাকি উপজেলাগুলোতে ৩২৯টি TSC প্রতিষ্ঠা করা। এছাড়াও, ৪টি নারী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট (সিলেট, বরিশাল, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগে), ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (খাগড়াছড়ি, নওগাঁ, নড়াইল ও ঠাকুরগাঁও জেলায়) এবং বাকি জেলাগুলোতে ২৩টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে। এই উদ্যোগগুলো দেশের যুবসমাজকে দক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক কর্মশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

মাদ্রাসা শিক্ষা

মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর নৈতিক এবং দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাদ্রাসা শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হলো প্রচলিত এবং প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে আধুনিক, সমসাময়িক ও নৈতিক গুণসম্পন্ন মানবসম্পদ তৈরি করা। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG) অর্জনের অংশ হিসেবে ২০৩০ সালের মধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষায় ভর্তির হার ৪০ শতাংশে উন্নীত করার জন্য বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য ১,৮০০টি নতুন মাদ্রাসা ভবন নির্মাণ, বিদ্যমান ৬৫৩টি মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া রুম স্থাপন এবং মাদ্রাসা শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে 'নির্বাচিত মাদ্রাসাগুলোর উন্নয়ন প্রকল্প' এর আওতায় এই কার্যক্রমগুলো অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে দেশে মোট ৮,২২৯টি এমপিওভুক্ত মাদ্রাসা রয়েছে। বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষাকে মূলধারার শিক্ষার সঙ্গে একীভূত করার অংশ হিসেবে বেসরকারি খাত থেকে মাদ্রাসা উন্নয়নের জন্য প্রাপ্ত বিভিন্ন উৎসের তহবিল ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

উচ্চ শিক্ষা

দেশের প্রতিটি জেলায় ১টি করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। নতুন ২৭টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে দেশে মোট পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে ৫৬-এ উন্নীত হয়েছে, যার মধ্যে বর্তমানে ৫৩টি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ ৩টি ক্লাস্টারে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে ভর্তির জন্য ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের নতুন পদ্ধতি চালু হয়েছে। বর্তমানে দেশে ২৪টি সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ৯টি কৃষি ও কৃষি-ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৩টি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, যা উচ্চশিক্ষায় ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ভোগান্তি কমানো এবং আর্থিক অপচয় রোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

২০০৮ সালে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৫১টি। বর্তমানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে দাড়িয়েছে ১১৪টি, যার মধ্যে ১০৫টি তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে "বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার কৌশলগত পরিকল্পনা: ২০১৮-২০৩০" প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এটি বাস্তবায়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (UGC) বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এছাড়া, দেশে বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতিটি বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম মূল্যায়ন এবং মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে ১২৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে Institutional Quality Assurance Cell (IQAC) গঠন করা হয়েছে এবং তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

বাকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও IQAC স্থাপনের জন্য কমিশন থেকে নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। কমিশন কর্তৃক প্রণীত Bangladesh National Qualifications Framework (BNQF) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক, সমসাময়িক ও বৈশ্বিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে ২০২৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম Outcome-Based Education (OBE) ভিত্তিতে হালনাগাদ করা হচ্ছে। এর ফলে শিক্ষাব্যবস্থায় একটি আমূল পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উন্নয়ন কার্যক্রম

বাংলাদেশ স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে সাশ্রয়ী ও মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা আরো জোরদার করেছে। স্বাস্থ্যখাতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে এ খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সরকারের সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে প্রজনন হার ও মৃত্যু হার হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। সরকারের গৃহীত স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিসমূহের কারণে স্বাস্থ্য সেবার বিস্তার ও গুণগত মান উন্নত হয়েছে এবং সংক্রামক ব্যাধিসমূহ নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এছাড়া, খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন, নারী শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি কারণে জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়েছে এবং প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কালও বেড়েছে।

২০১৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত স্বাস্থ্য সূচকসমূহের প্রবণতা সারণি ১২.৫ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১২.৫: স্বাস্থ্য সূচকসমূহের সাম্প্রতিক প্রবণতা

সূচকসমূহ	বিবেচ্য বিষয়	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩*
স্থূল জন্মহার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	১৮.১	১৮.১	১৮.৮	১৯.৮	১৯.৪
	শহর	১৫.৯	১৫.৩	১৬.৪	১৬.৬	১৭.০
	গ্রাম	২০.০	২০.৪	১৯.৫	২০.৮	২০.২
স্থূল মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৪.৯	৫.১	৫.৭	৫.৮	৬.১
	শহর	৪.৪	৪.৯	৫.১	৫.৬	৫.২
	গ্রাম	৫.৪	৫.২	৬.২	৬.০	৬.৪
বিবাহের গড় বয়স	পুরুষ	২৫.৩	২৫.২	২৫.৩	২৫.৩	২৫.৪
	নারী	১৮.৯	১৯.১	১৯.১	১৮.৮	১৮.৮
প্রত্যাশিত গড় আয়ুকাল (বছরে)	জাতীয়	৭২.৬	৭২.৮	৭২.৩	৭২.৪	৭২.৩
	পুরুষ	৭১.১	৭১.২	৭০.৬	৭০.৮	৭০.৮
	মহিলা	৭৪.২	৭৪.৫	৭৪.১	৭৪.২	৭৩.৮
শিশু মৃত্যুহার (নবজাতক, <১বছর, প্রতি হাজারে)	জাতীয়	২১	২১	২২	২৪	২৭
	শহর	২০	২০	২১	২৪	২৪
	গ্রাম	২২	২১	২২	২৪	২৮
শিশু মৃত্যুহার (৫ বছরের নিম্নে, প্রতি হাজারে)	জাতীয়	২৮	২৮	২৮	৩১	৩৩
	শহর	২৬	২৬	২৬	২৮	৩০
	গ্রাম	২৯	২৮	২৯	৩২	৩৪
মাতৃমৃত্যু অনুপাত (প্রতি লাখ জীবিত জন্ম শিশু)	জাতীয়	১৬৫	১৬৩	১৬৮	১৫৩	১৩৬
	শহর	১২৩	১৩৮	১৪০	১৩৫	৫৬.
	গ্রাম	১৯১	১৭৮	১৭৬	১৫৭	১৫৭

সূচকসমূহ	বিবেচ্য বিষয়	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩*
গর্ভনিরোধক ব্যবহারের হার (শতাংশ)		৬৩.৪	৬৩.৯	৬৫.৬	৬৩.৩	৬২.১
উর্বরতার হার (মহিলা প্রতি)		২.০৪	২.০৪	২.০৫	২.২০	২.১৭

উৎস: Report on Bangladesh Sample Vital Registration System-2023.

কমিউনিটি ক্লিনিকভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা

কমিউনিটি ক্লিনিক একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ এবং এটি পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের (পিপিপি) এর আওতায় পরিচালিত। কমিউনিটি ক্লিনিক হতে মাতৃ ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, চিকিৎসা সেবা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরামর্শ, পুষ্টি সেবা এবং রোগের প্রাথমিক সনাক্তকরণের সেবা প্রদান করা হয়। এছাড়াও এসব প্রতিষ্ঠানে রোগীদের উন্নত চিকিৎসার জন্য উচ্চতর চিকিৎসাকেন্দ্রে পাঠানো হয় এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামসহ সাধারণ ডেলিভারি পরিচালিত হয়। প্রতিটি ক্লিনিক বার্ষিক ওষুধ সরবরাহের জন্য প্রায় ১.৫৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পায়। তদুপরি, প্রায় ৪,০০০ ক্লিনিকে ১.২৪ লক্ষাধিক স্বাভাবিক ডেলিভারি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে, যেখানে কোনো প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। বর্তমানে ১৪,৩১৮টি ক্লিনিক সক্রিয় রয়েছে।

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)

টিকা প্রদানের মাধ্যমে প্রতিরোধযোগ্য রোগ প্রতিরোধ করে শিশুদের বিভিন্ন রোগ থেকে সুরক্ষার জন্য সরকার ইপিআই কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে। বর্তমানে ইপিআই কর্মসূচির আওতায় ১১টি মারাত্মক সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে টিকাদান কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তন্মধ্যে ২০২৩ সালের অক্টোবর মাস থেকে নারীদের জরায়ুমুখ ক্যান্সার প্রতিরোধী অত্যন্ত কার্যকর হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস টিকা কর্মসূচিতে সংযোজিত হয়েছে। অক্টোবর ২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৪ নাগাদ দেশের সকল ১০-১৪ বছর বয়সী কিশোরী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫ম-৯ম শ্রেণি পড়ুয়া ছাত্রীদেরকে ক্যাম্পেইন আকারে এই টিকা প্রদান করা হবে। এছাড়াও, ২০২৫ সালে ৫ম স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টি খাত কর্মসূচির (5th Health, Population and Nutrition Sector Programme) আওতায় EPI (Expanded Programme on Immunization) কর্মসূচিতে আরও তিনটি টিকা তথা: টাইফয়েড কনজুগেট ভ্যাকসিন (TCV), রোটা ভাইরাস ভ্যাকসিন এবং জাপানিজ এনসেফালাইটিস (JE) ভ্যাকসিন অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। DHIS2 রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৩ সালে দেশে পূর্ণ টিকা প্রাপ্ত শিশু হার ছিল ৯৯.৩ শতাংশ, যা ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত ৯৬.৮৫ শতাংশ। গত দশ বছরেরেও বেশি সময় ধরে ইপিআই দেশে পূর্ণ টিকাদান কভারেজ শতকরা ৮০ শতাংশেরও বেশি হওয়ায় শিশু মৃত্যুহার বহুলাংশে হ্রাস পায়। সারণি ১২.৬ এ বছরওয়ারী ইপিআই কভারেজ এর আওতায় টিকা প্রাপ্তির তথ্য দেয়া হলো:

সারণি ১২.৬: ইপিআই এর আওতায় টিকা প্রাপ্তির হার

বছর	বিসিজি (শতাংশ)	ওপিভি-১ (শতাংশ)	ওপিভি-২ (শতাংশ)	ওপিভি-৩(শতাংশ)	পেন্টা-১ (শতাংশ)	পেন্টা-২ (শতাংশ)	পেন্টা-৩ (শতাংশ)	হাম (শতাংশ)	এম আর-১	এম আর-২	সকল টিকা (শতাংশ)
২০২০	৯৭.৩	৯৫.৯	৯৩.৯	৯২.৬	৯৫.৭	৯৩.৭	৯২.৫	৯১.৪	৯২.৮	৯১.৮	৯২.০
২০২১	১০৩.২	১০২.১	১০১.০	৯৯.৯	১০২.১	১০০.৯	৯৯.৭	৯৯.৭	৯৯.১	৯৭.২	৯৯.৩
২০২২	১০৪.২	১০৩.৩	১০২.৫	১০১.৬	১০২.৮	১০১.৮	১০১	-	১০১	৯৮.২	৯৯.৯
২০২৩	১০৩.৫	১০১.৬	৯৯.৩	৯৮	১০০	৯৭.৬	৯৬	-	১০০.১	৯৮.১	৯৯.৩
২০২৪	৯৭.৯৮	৯৯.০৬	৯৬.৮	৯৩.৮১	৯৩.৮৭	৯.০৪	৮৬.৮	-	৯৫.৪৬	৯৬.৯৪	৯৬.৮৫

উৎস: Bangladesh EPI CES ২০১২, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬, DHIS2 ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯, ২০২০, ২০২১, ২০২২, ২০২৩।

মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা

বাংলাদেশ মাতৃ, নবজাতক ও শিশুর স্বাস্থ্য উন্নয়নে প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। মাতৃমৃত্যু অনুপাত (MMR) প্রতি ১,০০,০০০ জনে ৩২২ থেকে ১৩৬-এ কমেছে যা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। তবে, মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্য এখনও দেশের শীর্ষ তিনটি স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে অন্যতম। মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের আরও উন্নতির লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জরুরি প্রসব সেবা চালু করা হয়েছে, যা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রসব সেবা গ্রহণে লোকজনকে উৎসাহিত করছে। মায়েদের এবং শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী ডাক্তার, নার্স, মিডওয়াইফ এবং অন্যান্য মাঠকর্মীদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় Basic Emergency Obstetric Care (BEmOC) চালু করা

হয়েছে। বর্তমানে সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল এবং ১৫৫টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে Comprehensive Emergency Obstetric Neonatal Care (CEmONC) সেবা চালু রয়েছে। মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিমের ডিমান্ড সাইড ফাইন্যান্সিং ৭২টি উপজেলায় সম্প্রসারিত করা হয়েছে। দেশের ১৯টি জেলায় প্রসবকালীন মৃত্যুর নজরদারি এবং এর প্রতিক্রিয়া (MPDSR) কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, ইউনিসেফের কারিগরি সহায়তায় ২২টি জেলা, ইউএনএফপিএ-এর সহায়তায় ১৮টি জেলা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সহায়তায় ২টি জেলায় MPDSR কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

পুষ্টি সেবা

সারাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে পুষ্টি সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এইচপিএনএসপি'র আওতায় 'ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভিসেস (এনএনএস)' শীর্ষক একটি অপারেশনাল প্ল্যান স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো অপুষ্টিজনিত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মাঝে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় পুষ্টিসেবা প্রদান, দৈহিক পুষ্টি আহরণের পাশাপাশি ব্যক্তিগত পরিচর্যা, খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন ও একটি পুষ্টিসমৃদ্ধ জীবনপ্রণালি প্রবর্তনের জন্য সচেতনতা গড়ে তোলা এবং অপুষ্টি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমানো।

তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের পুষ্টিসেবা প্রদান করার জন্য সকল জেলা হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৪৩৬টি Severe Acute Malnutrition (SAM) ইউনিটে এ কার্যক্রম চালু আছে। তৃণমূল পর্যায়ে শিশুর অপুষ্টি রোধ করার জন্য ৪১২টি Integrated Management of Childhood Illness (IMCI) ও পুষ্টি কর্নার চালু রয়েছে। বস্তি, গ্রামের দুর্গম এলাকা বিশেষত চর-হাওড় এলাকায় জনগণের মাঝে পুষ্টিসেবা প্রদান করার জন্য 'ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভিসেস (এনএনএস)' বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/বিভাগ ও দেশী-বিদেশি বেসরকারি সাহায্য সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে পুষ্টিসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পুষ্টি সেক্টরে অর্জিত সূচকসমূহের অগ্রগতি সারণি ১২.৭ এ দেখানো হলো:

সারণি ১২.৭: বাংলাদেশে পুষ্টি পরিস্থিতি

সূচক	২০১১ (শতাংশ)	২০১৪ (শতাংশ)	২০১৭-১৮ (শতাংশ)	লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩ (শতাংশ)
স্বল্প ওজনের শিশু (০-৫৯ মাস)	৩৬.৪	৩২.৬	২২	২২
খর্বাকৃতি (স্টান্টিং) শিশু (০-৫৯ মাস)	৪১.৩	৩৬	৩১	২৪
কৃশকায় (ওয়াসটিং) শিশু (০-৫৯ মাস)	১৫.৬	১৪	৮	১১
জন্মকালীন কম ওজনের শিশু<২.৫ কেজি	-	২৩	-	১৪.৮
শুধু মায়ের দুধ খাওয়ানোর হার	৬৪	৫৫	৬৫	৫৫
"IYCF-এ প্রবণতা (৬-২৩ মাস বয়সী শিশুদের মধ্যে ৩টি IYCF অনুশীলন অনুসরণকারী শিশুর শতকরা হার)"	-	২৩	৩৪	২৯

উৎস: বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ সার্ভে।

স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা এবং ই-হেলথ কর্মসূচি

গত এক দশকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য খাতে আইটি ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে এবং অন্যান্য তৃণমূলস্তরের কর্মীদের ইন্টারনেটসহ ল্যাপটপ এবং অ্যান্ড্রয়েড ট্যাবলেট দেয়া হয়েছে। প্রতিটি গর্ভবর্তী মা এবং অনূর্ধ্ব-৫ শিশু সম্পর্কিত তথ্য তালিকাভুক্তির জন্য প্রোগ্রামগুলি সক্রিয় রয়েছে। সকল নাগরিককে একটি অভিন্ন 'হেলথ্ আইডি সম্বলিত হেলথ্ কার্ড' সরবরাহের মাধ্যমে পোর্টেবল ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ড তৈরি করা হচ্ছে, যা জাতীয় আইডি কার্ডের ডাটাবেসের সাথে সংযুক্ত। বর্তমানে ১১২টি হাসপাতালে শেয়ার্ড হেলথ্ রেকর্ড চালু করা হয়েছে। DHIS2 সফট্ওয়্যার এর মাধ্যমে দেশের সকল সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান থেকে রুটিন স্বাস্থ্য সেবার তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। জনগণকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য 'স্বাস্থ্য বাতায়ন ১৬২৬৩' নামে কল সেন্টার চালু করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি হাসপাতাল থেকে

মোবাইল ফোনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। সরকারি হাসপাতালে SMS এর মাধ্যমে গ্রাহক অভিযোগ গ্রহণ এবং Grievance Redress System (GRS) এর মাধ্যমে অভিযোগ অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া, ২২৭টি বিভিন্ন স্তরের হাসপাতাল থেকে উন্নত মানের টেলিমেডিসিন পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে।

বিশেষায়িত স্বাস্থ্য সেবা

বর্তমানে "হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট (HSM)" শীর্ষক অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় দেশের ২২টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং ১৩টি জেলা সদর হাসপাতালে মোট ৩৫টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র চলমান রয়েছে। শিশু বিকাশ কেন্দ্রসমূহে অটিজম ও নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার সনাক্তকরণ ও সনাক্তকৃত শিশুদের চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়। নবজাতকের স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমানে ৫১টি জেলার ৫৯টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে অসুস্থ নবজাতকের বিশেষ স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য স্ক্যানু (SCANU) সার্ভিস চালু আছে। সরকারি হাসপাতালগুলোতে বিশেষ করে নারীদের সেবাগ্রহণ ও প্রদান অধিকতর সহজ করার লক্ষ্যে জেলা ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের হাসপাতালকে নারীবান্ধব হাসপাতাল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। এই পর্যন্ত ২২টি জেলা হাসপাতালকে নারীবান্ধব হাসপাতাল হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানের পাশাপাশি অপারেশনাল প্ল্যানের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আরো ১৯টি জেলা হাসপাতালকে নারীবান্ধব হাসপাতাল হিসাবে গড়ে তোলার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও প্রজনন স্বাস্থ্য কর্মসূচি

সরকারের নানা কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের ফলে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ২০০১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১.৫৭ শতাংশ, যা বর্তমানে ১.১২ শতাংশ। একই সাথে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হারও বেড়েছে। বর্তমানে ৬২.১ শতাংশ দম্পতি জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করছে। ২০০১ সালে মহিলা প্রতি গড় সন্তান সংখ্যা বা Total Fertility Rate (TFR) ছিল ৩.০; বর্তমানে এই হার কমে হয়েছে ২.১৭ (উৎস: SVRS-2023)। পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও প্রজনন স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় ৫০০টি মডেল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, মা ও শিশু প্রজনন ও কিশোর-কিশোরী স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য চালু করা হয়েছে এবং মাতৃস্বাস্থ্য সেবার জন্য ফ্রি অ্যাম্বুলেন্স সেবা চালু করা হয়েছে। নবনির্মিত ১০ শয্যাবিশিষ্ট ১৫৯টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মধ্যে ১২১টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে সীমিত আকারে সেবা চালু করা হয়েছে। কিশোর মাতৃত্বরোধে এ পর্যন্ত ১,২৫৩টি কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি সবচেয়ে বড় সাফল্য হচ্ছে আধুনিক ও কার্যকরী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ। এছাড়া, ৪৫টি জেলার ৩২৩টি উপজেলায় Electronic Management Information System (e-MIS) কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইএমআইএস অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে বর্তমানে প্রায় ৫ কোটি মানুষের জনমিতিক ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং এ ধারা অব্যাহত রয়েছে।

এছাড়া, ৩টি বিশেষায়িত হাসপাতাল অটোমেশন করা হয়েছে এবং পরিবার কল্যাণ সহকারীদের গৃহ পরিদর্শন, স্যাটেলাইট ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে ।

স্বাস্থ্য শিক্ষা

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ একটি স্বাস্থ্যসচেতন, শক্তিশালী এবং কার্যকর জনসংখ্যা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মানসম্মত স্বাস্থ্য শিক্ষা ও সাশ্রয়ী পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। স্বাস্থ্য শিক্ষার উন্নয়নে, প্রতিটি বিভাগে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট এবং খুলনায় বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রম ইতোমধ্যে চালু করেছে। বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল (BMRC) মেডিকেল বিজ্ঞান গবেষণায় সক্রিয় রয়েছে। মেডিকেল শিক্ষা সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের জন্য পোস্ট-গ্রাজুয়েশন কোর্স চালু করা এবং পাঠ্যক্রম হালনাগাদের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিভিন্ন মেডিকেল কোর্সে আসন সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে, যার মধ্যে MBBS, BDS এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ হয়েছে। ২০১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর এসব কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে কাজ করছে। পাশাপাশি, হোমিওপ্যাথিক, ইউনানি এবং আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজগুলোর উন্নয়নেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

নার্সিং সেবা

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর (DGNM) নার্সিং সেবা উন্নত করা এবং 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানে চার বছর মেয়াদী ব্যাচেলর অব সায়েন্স ইন নার্সিং এবং তিন বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করা হয়েছে। গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করতে এবং উচ্চশিক্ষার সুযোগ প্রসারিত করার লক্ষ্যে ২৪টি নার্সিং ইনস্টিটিউট উন্নীত করা হয়েছে এবং ১০টি কলেজে দুই বছর মেয়াদী পোস্ট বেসিক বিএসসি ইন নার্সিং কোর্স চালু রয়েছে। ২০১৮ সাল থেকে সকল প্রতিষ্ঠানে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা পরিচালিত হচ্ছে, যা শিক্ষার মান বজায় রাখতে সহায়ক। ডাক্তার-নার্স এবং নার্স-রোগী অনুপাত উন্নয়নে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) নির্দেশিকা অনুযায়ী কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। নার্সদের জন্য স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ চালু রয়েছে, যার মধ্যে ভাষা শিক্ষা ও উন্নত ডিগ্রি অর্জনের কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় আন্তর্জাতিক মানের মিডওয়াইফ ক্যাডার তৈরি করেছে, যা দেশের ৬২টি প্রতিষ্ঠান থেকে তিন বছর মেয়াদী মিডওয়াইফারি ডিপ্লোমা প্রদান করছে। বর্তমানে দেশের সব সরকারি স্বাস্থ্যসেবা ও নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৪১,৯৬১ জন নার্স এবং ২,৫৪৮ জন মিডওয়াইফ কর্মরত রয়েছেন। ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৩৩,৭৪৭ জন সিনিয়র স্টাফ নার্স এবং ২,৫৫০ জন মিডওয়াইফ নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

নারী ও শিশু উন্নয়ন কার্যক্রম

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় তার ভিশন ও মিশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় এবং এর চারটি অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান: নারী বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, এবং জয়িতা ফাউন্ডেশন এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

প্রশিক্ষণ এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টি

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর (DWA) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০২৪ সালের জুনে ১৯,৭১২ জন দরিদ্র ও অসহায় নারী বিভিন্ন দক্ষতায় প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এবং DWA-এর কর্মকর্তারাও আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। জাতীয় মহিলা সংস্থায় কর্মরত নারীদের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা, আবাসিক সুবিধা এবং ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করেছে। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে "তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন প্রকল্প" ১,৭৬,০০০ বেকার নারী এবং ৮০,০০০ নারী উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে যার মধ্যে ১,৫৮,৪২২ জন নারী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জয়িতা ফাউন্ডেশন ৩,৯০৭ জন নারী উদ্যোক্তাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং এখন পর্যন্ত মোট ৯,৫৮২ জন নারী উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

মাইক্রো-ক্রেডিট

দরিদ্র ও অসহায় নারীদের স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য মাইক্রো-ক্রেডিট কার্যক্রম একটি সেফটিনেট উদ্যোগ হিসেবে চলমান রয়েছে। ২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ পর্যন্ত এই কর্মসূচি কার্যকর হয়েছে, যার মোট বরাদ্দ ৬২.২৮২০ কোটি টাকা। ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত, ৬৪ জেলার ৪৮৯টি উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসের মাধ্যমে ১,৬৪,০১৫ জন দরিদ্র নারীকে মোট ১৮৬.৪৩৫১ কোটি টাকা রিভলভিং ফান্ড থেকে বিতরণ করা হয়েছে।

এছাড়াও, জাতীয় মহিলা সংস্থা (JMS) ২০০৩ সালের জুলাই থেকে ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত ৪৪.০০ কোটি টাকার বরাদ্দ নিয়ে একটি মাইক্রো-ক্রেডিট প্রোগ্রাম পরিচালনা করছে। এই প্রোগ্রামটি ১০৮টি উপজেলাতে বিস্তৃত, যার মধ্যে ৫০টি JMS উপজেলা এবং ৫৮টি সদর উপজেলা রয়েছে।

মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ তহবিল

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর নারীদের আয়-উৎপাদনমূলক কার্যক্রমের জন্য এককালীন বার্ষিক অনুদান প্রদান করে যা তাদের আত্মনির্ভরশীল করে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য ১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০০১-০২ থেকে ২০২৩-২৪ পর্যন্ত মোট ১৬১,৩১,১৮,১১১ টাকা অনুদান হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে।

ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) কার্যক্রম

ভিডব্লিউবি কার্যক্রম বাংলাদেশের গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বাস্তবায়িত একটি নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম। এই কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের ৪৯৩টি উপজেলায় ১,০৪০,০০০ উপকারভোগীকে ৩০ কিলোগ্রাম চাল/পুষ্টি চাল বিতরণ করা হয়। ২০০৯-১০ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত এর মোট বাজেট বরাদ্দ ১৯,৭৭৮,৯৯.৩৯ লাখ টাকা এবং মোট ব্যয় ১৯,৩২৪,৯৬.৯৮ লাখ টাকা।

মহিলা সহায়তা কর্মসূচি

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর (DWA) ৬টি বিভাগীয় শহরে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি পরিচালনা করে: মহিলা নিপীড়ন প্রতিরোধ সেল এবং মহিলা সহায়তা কেন্দ্র। মহিলা নিপীড়ন প্রতিরোধ সেল দরিদ্র, অসহায় এবং নিপীড়িত নারীদের আইনগত সহায়তা প্রদান করে যার মধ্যে পারিবারিক বিরোধ সমাধান, পারিবারিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপন, স্বামী-স্ত্রী ও শিশুদের ভরণপোষণ পুনরুদ্ধার এবং পণ উদ্ধার অন্তর্ভুক্ত। পরামর্শের মাধ্যমে সমস্যাগুলি সমাধান না হলে সেলের আইনজীবীরা আদালতে নিপীড়িত নারীদের প্রতিনিধিত্ব করেন। মহিলা সহায়তা কেন্দ্র victimized ও গৃহহীন নারীদের এবং তাদের ১২ বছরের নিচে সন্তানদের জন্য ৬ মাসের জন্য আশ্রয় প্রদান করে যা প্রয়োজনীয় অনুমোদন সাপেক্ষে ১ বছরের জন্য বৃদ্ধি করা যায়।

মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র

মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র হিসেবে গাজীপুরে ৩তলা বিশিষ্ট ডরমিটরি ভবনে ১০০ হেফাজতী অবস্থানের সুযোগ রয়েছে। এখানে বন্দীরা পূর্ণাঙ্গ সেবা গ্রহণ করে যার মধ্যে খাবার, পোশাক, চিকিৎসা, শিক্ষা, বিনোদন এবং বিশেষ দিনগুলিতে বিশেষ খাবার প্রদান করা হয়, পাশাপাশি তাদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। এছাড়া, সচেতনতা এবং মানসিক সহায়তার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। জুলাই ২০০৩ সালে এর উদ্বোধনের পর থেকে এই কেন্দ্র ১,৫৭৮ জন বন্দীকে আশ্রয় দিয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এখানে ৭৩ জন বন্দী ছিল, যাদের মামলাগুলি বিভিন্ন আদালতে পরিচালিত হয়েছে এবং ১০৯ লাখ টাকা বরাদ্দের মাধ্যমে তাদের সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র

বর্তমানে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ৬ মাস থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুদের জন্য ৪৩টি ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা করছে। এগুলোর মধ্যে ২৫টি ঢাকা শহরে, ১৩টি জেলা পর্যায়ে এবং ৫টি বিভাগীয় শহরে অবস্থিত। ঢাকা শহরে প্রতিটি সেন্টারে ৬০টি শিশু রাখা হয়, এবং বিভাগীয় শহরগুলোতে প্রতিটি সেন্টারে ৮০টি পর্যন্ত শিশু রাখা যায়। এছাড়া, "২০টি শিশু ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন" নামক প্রকল্পের মাধ্যমে কম এবং মধ্যম আয়ের কর্মরত মায়েদের শিশুর জন্য ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে। এই সেন্টারগুলোতে সুষম খাবার, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, প্রি-স্কুল শিক্ষা এবং বিনোদনমূলক সুবিধা প্রদান করা হয়, যা শিশুদের শারীরিক, সামাজিক এবং মানসিক উন্নয়নে সহায়তা করে। বর্তমানে ২০টি ডে-কেয়ার সেন্টার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, যেখানে মোট ৫০২ জন শিশু ভর্তি রয়েছে। প্রকল্পটির মোট খরচ ৮৪৬১.০০ লাখ টাকা। এছাড়া, ২০০২ সাল থেকে জাতীয় মহিলা সংস্থা তার প্রধান কার্যালয়ে একটি ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা করছে যেখানে বর্তমানে ১ থেকে ৬ বছর বয়সী ১৪টি শিশু সেবা পাচ্ছে।

মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSSS) এর আওতায় ০-৪ বছর বয়সী শিশুদের পুষ্টিগত অবস্থা এবং মানসিক বিকাশ উন্নত করার লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে। এটি শিশুর প্রথম ১,০০০ দিনে পুষ্টির গুরুত্ব সম্পর্কে উপকারভোগীদের সচেতন করার মাধ্যমে শুরু হয়। এতে সুবিধাভোগীদের যাবতীয় তথ্য ব্যবস্থাপনা তথ্য সিস্টেম (MIS) এ অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং তা সরকার থেকে ব্যক্তির (G2P) পেমেন্ট সিস্টেমের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। নির্বাচিত ভাতাভোগীদের জিটুপি পদ্ধতিতে ৮০০ টাকা হারে ৩৬ মাস ভাতা প্রাপ্ত হন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এই কর্মসূচিতে মোট ১৫,০৪,৮০০ জন সুবিধাভোগী রয়েছে এবং এ খাতে সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ ১,৩১৩,৪৩.৮৮ টাকা।

সমাজকল্যাণ

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত ও দারিদ্র্যপীড়িত জনগোষ্ঠীকে সহয়তা প্রদান করে সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এবং দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্যের হার হ্রাস করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় রয়েছে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা নারীদের ভাতা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি, হিজড়া সম্প্রয়য়ের জীবনমান উন্নয়ন, বেদে সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন, পশ্চাদপদ সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন, প্রতিবন্ধী সনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি, ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান, গুরুতর রোগে আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা এবং চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা নারীদের ভাতা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি কর্মসূচির জন্য মোট ৯০০৮.৮১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বয়স্ক ভাতা উপকারভোগীর সংখ্যা ৫৮.০১ লাখ যাদের মাসিক ভাতা ৫০০ টাকা থেকে ৬০০ টাকায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা নারীদের উপকারভোগীর সংখ্যা ২৫.৭৫ লাখ যাদের মাসিক ভাতা ৫০০ টাকা থেকে ৫৫০ টাকায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি কর্মসূচির

উপকারভোগীর সংখ্যা ১ লাখ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা উপকারভোগীর সংখ্যা ২৯ লাখ, যাদের মাসিক ভাতা ৮৫০ টাকা। বর্তমানে এই চারটি কর্মসূচির আওতায় মোট ১.১৩ কোটি উপকারভোগী রয়েছে, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ৬.৯১ শতাংশ বেশি। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে উপকারভোগীদের সুবিধার্থে ভাতাগুলো এখন ডিজিটাল ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে। প্রায় ১.১৫ কোটি উপকারভোগী সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় G2P ব্যবস্থার মাধ্যমে এমএফএস প্রতিষ্ঠান এবং এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে সুবিধা পাচ্ছেন। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১১২টি এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৫০টি দারিদ্র্যপ্রবণ উপজেলায় ১০০ ভাগ যোগ্য ব্যক্তিকে বয়স্ক ও বিধবা ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ

জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান মাতৃভূমির সেবায় চিরস্মরণীয়। তাদের সম্মান জানাতে বাংলাদেশ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে প্রতিটি বীর মুক্তিযোদ্ধার মাসিক ভাতা ২০,০০০ টাকা। এছাড়া, বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ পরিবারের জন্য ৩৫,০০০ টাকা, বীর উত্তমদের জন্য ২৫,০০০ টাকা এবং বীর বিক্রম ও বীর প্রতীকদের জন্য ২০,০০০ টাকা মাসিক ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এই খাতে মোট ৫,১৫৮.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে দেশের সব জেলার ১,৯৪,০০০ মুক্তিযোদ্ধা বা তাদের উত্তরাধিকারীগণ মাসিক সম্মানী ভাতা পাচ্ছেন, যা G2P পদ্ধতির মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে বিতরণ করা হচ্ছে। এসব কর্মসূচি মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক স্বনির্ভরতা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অন্যদিকে, শহীদ পরিবার এবং যুদ্ধে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানীর জন্য পৃথক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ৪৬১ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের উত্তরাধিকারীদের স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ এবং স্বনির্ভরতার জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এই খাতে মোট ৪১.২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এবং ঘূর্ণায়মান তহবিল থেকে ৮.৫০ কোটি টাকা বিতরণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। একইসঙ্গে, ঋণ পুনরুদ্ধারের লক্ষ্য ১২.০০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

যুব উন্নয়ন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুবকদের সঠিক দিকনির্দেশনা, কর্মমুখী ও কারিগরি জ্ঞান এবং দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর করতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে যুবসমাজকে জাতীয় উন্নয়নে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। যুবকদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ-পরবর্তী স্বনির্ভর উদ্যোগ, যুব ঋণ প্রদান, দারিদ্র্য বিমোচনসহ অন্যান্য কর্মসূচি দেশের সব জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর জুন ২০২৪ সালের মধ্যে ৩৭.৮৯ লক্ষ যুবককে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এর মধ্যে ৩৬,৯১,২৯৭ জন যুবক জুন ২০২৪ পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করছে। দেশের ৬৪টি জেলায় ৭৭টি কেন্দ্রের মাধ্যমে বেকার যুবকরা আইসিটি, ইন্টারনেট এবং নেটওয়ার্কিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন। পাশাপাশি ৮টি বিভাগীয় শহরে কম্পিউটারের মৌলিক কোর্স এবং গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্সের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। মোট ২৬,৫৭০ জন যুবককে প্রশিক্ষণের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ২৬,১৫০ জন যুবক ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন।

ক্রীড়া উন্নয়ন

বাংলাদেশ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রীড়ার মান উন্নয়নে নীতি ও কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে আধুনিক স্টেডিয়াম, জিমনেশিয়াম, সুইমিং পুল এবং অন্যান্য ক্রীড়া অবকাঠামোর নির্মাণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম চলছে, যা ক্রীড়া অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধিতে সহায়ক। বাংলাদেশ শিশু-কিশোরদের ক্রীড়ার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে এবং তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া কার্যক্রম প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এর মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়াবিদ তৈরি, ক্রীড়ার মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা বৃদ্ধি, মাদক নিরসন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতনতা প্রচার, নারীর ক্ষমতায়ন এবং ক্রীড়াবিদদের সামাজিক মর্যাদা উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়া ক্লাবগুলোতে ক্রীড়া কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে বিনামূল্যে ক্রীড়া সরঞ্জাম সরবরাহ করা হচ্ছে।

যুবকদের দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে ক্ষমতায়িত করতে ২০১৮ সালে "জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট আইন" প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইনের মাধ্যমে গবেষণা, উচ্চ শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করে যুবকদের বৃহৎ পরিসরে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

সাংস্কৃতিক উন্নয়ন

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৮টি বিভাগ/সংস্থার মাধ্যমে জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। এ কার্যক্রমের আওতায় চারুকলা, সাহিত্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, দেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগারের আধুনিকায়ন, ঐতিহাসিক রোজ গার্ডেনের সংস্কার এবং মুক্তাগাছা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের নির্মাণ। পাশাপাশি কাজী নজরুল ইনস্টিটিউট নতুন অবকাঠামোগত উন্নয়নে কাজ করছে এবং বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন লোকজ ঐতিহ্য সংরক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করছে।

ধর্ম বিষয়ক কার্যক্রম

তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে হজ ব্যবস্থাপনাকে উন্নত করতে, ২০২৩ সাল থেকে সকল হজযাত্রীর ডাটাবেস ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং নিবন্ধিত হজযাত্রীদের জন্য বায়োমেট্রিক ভিসা প্রদান করা হচ্ছে। পাশাপাশি, "রুট টু মক্কা" কর্মসূচির আওতায় সকল হজযাত্রীর সৌদি ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া ঢাকা থেকেই সম্পন্ন করা হয়। ২০২৪ সালে বাংলাদেশ থেকে ৮৫,১৮১ জন হজযাত্রী সফলভাবে হজ সম্পন্ন করেছেন। ২০২৫ সালের হজযাত্রীদের জন্য প্রাক-নিবন্ধন প্রক্রিয়া ২০২৪ সালের আগস্ট মাসে শুরু হয়েছে। ধর্ম মন্ত্রণালয় বিভিন্ন মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির, গির্জা এবং বৌদ্ধ বিহারের নির্মাণে অনুদান কর্মসূচি পরিচালনা করে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩,৯৫৫টি মসজিদ ও মাদ্রাসাকে মোট ২৪.৫ লক্ষ টাকা, ৫৭০টি ঈদগাহ/সমাধিক্ষেত্রকে ৩.৯৯ কোটি টাকা, ৩,১৬৯ জন অসহায় ব্যক্তিকে ৬৩ লক্ষ টাকা, ৭৩১টি হিন্দু মন্দিরকে ২.১৭ কোটি টাকা, ১০২টি হিন্দু শ্মশানকে ৬৫ লক্ষ টাকা, ৭৩টি বৌদ্ধ মন্দিরকে ৫৫ লক্ষ টাকা, ১৭টি বৌদ্ধ শ্মশানকে ১৫ লক্ষ টাকা, ৫০টি খ্রিষ্টান চার্চকে ২৭.৫০ লক্ষ টাকা এবং ৭টি কবরস্থানে ৪.৫০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন

'শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম' এই ভিশনকে সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, সামাজিক নিরাপত্তা, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, অবকাঠামো নির্মাণ, সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি, খেলাধুলা ও সংস্কৃতির চর্চাসহ বিভিন্ন প্রকার আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে ৭৩৪.৬৪ কোটি টাকা ব্যয়ে তিন পার্বত্য জেলায় সর্বমোট ২,১৭৭টি প্রকল্প/স্কিম গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পসমূহের মধ্যে রয়েছে রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংস্কার, ড্রেন, রিটেইনিং দেয়াল, কূপ, পাম্প হাউস, পাইপলাইন, সেতু এবং সৌরবিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপন। এছাড়াও, উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কৃষি প্রদর্শনী, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং কৃষি যন্ত্রপাতি ও চারা বিতরণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সম্প্রচার কার্যক্রম

সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসহ সার্বিক কর্মকাণ্ডের তথ্য সরকারের শীর্ষ পর্যায়সহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রিক মিডিয়ায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় থেকে প্রেরণ করা হয়। দেশব্যাপী বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেতার কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমানে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ সমস্ত প্রকল্প/কার্যক্রমের লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উৎকর্ষতার সাথে তাল মিলিয়ে বিশ্বব্যাপি গণমাধ্যমসহ যোগাযোগ এবং নেটওয়ার্কিং এর যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে এবং হচ্ছে সেই অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে দেশবাসীকে যুগোপযোগী সঠিক তথ্য ও সরকারের বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জন বিষয়ে অবগত করার জন্য সৃজনশীল ও সুদক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে।

সংস্কার ও সুশাসন

টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ, সেবার মানোন্নয়ন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন, নিয়োগ সংশ্লিষ্ট বিধিমালা প্রণয়ন-সংশোধন, আর্থিক খাতে সংস্কার, দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমসহ বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সুশাসন ও জবাবদিহিতা জোরদারকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তিতে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন, তথ্য অধিকার ও সিটিজেন চার্টার কর্মপরিকল্পনা সংযুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়ন ছাড়াও পদোন্নতি ও নিয়োগ সংশ্লিষ্ট বিধিমালা প্রণয়ন-সংশোধন এবং শৃঙ্খলাজনিত বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করা হয়। ২০১০ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ১৪টি বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারে ৪২,৩০৩ জন প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য কমিশন কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে।

সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে এবং দুর্নীতি বিরোধী সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ায় জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এপিএ সম্পাদন, সুশাসন বাস্তবায়নে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter) প্রণয়ন, সেবা সহজিকরণ এবং সকল সরকারি দপ্তরে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (Grievance Redress System-GRS) পদ্ধতি চালু করেছে। এর ফলে জনগণের নিকট প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং সেবার মানোন্নয়নে নতুন মাত্রা যুক্ত হবে।